দৈনিক বাংলা

২৩

তারিখ ... 03 MAY 1995
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ১

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

পাঠ্য পুস্তকের সমস্যা নিয়ে খবরাখবরের শেষ নেই। এবার সমস্যা দেখা দিয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এ বই সরবরাহ করতে পারছেন না। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই বই সরবরাহ করত। এবার বলা হচ্ছে পুরান বই সরবরাহ করে ছাত্রদের চাহিদা মেটাতে।

উল্লেখ্য যে এমন একটি ব্যবস্থা অতীতে চালু ছিল। সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নতুন বই সরবরাহ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের পুরান বই সংগ্রহ করে কাজ চালাবার কথা বলা হত। নতুন বই সরবরাহ সময় সাপেক্ষ হলেও পাঠ্যপুস্তক সমস্যা হিসাবে দেখা দিত না। কিন্তু সে কাজটিও সহজ ছিল না। পুরান বই শতছিন্ন অবস্থায় সংগ্রহ করতে হত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পক্ষে সারা বছর ধরে এ বই সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীকালে অক্ষত অবস্থায় হস্তান্তর করা মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। ফলে পুরান বই পাওয়া বা না পাওয়ার উপর কেউ কোনদিন তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষার্থীরা পুরান বইয়ের উপর নির্ভর করেছে এবং সেই ধারণা থেকে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করেনি। তাই এবার হঠাৎ করে কর্তৃপক্ষ ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিলে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নিদারুণ সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আবার নির্দিষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিদফতর থেকে বলা হয়েছে এ ধরনের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ তারা করতে পারছেন না। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ মারফত অনুরোধ এলে ৫ম শ্রেণীর কিছু পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা যেতে পারে। তবে তাও হবে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিদফতরের এই সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এখন এই সমস্যা সুরাহার জন্য রাজধানী ঢাকায় দেন-দরবার করছেন।

আশা করব এ সমস্যার জরুরী ভিত্তিতে একটা সুরাহা করা হবে। ইতিমধ্যে বছরের ৫ মাস কেটে যাচ্ছে। অবিলম্বে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ না হলে এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি শিক্ষাবছরই নষ্ট হতে পারে।